



127851 - ঈদরে নামাযরে আগে সম্মিলিতিভাবে তাকবীর দয়োর বধিান

প্রশ্ন

ঈদরে নামাযরে আগে লোকেরো সম্মিলিতিভাবে তাকবীর দনে। ঈদরে নামাযরে ক্ষত্রেএ এটা কবিদিআত; নাকি শরয়িতসম্মত? যদি এটা বিদিআত হয় তাহলে কারো ককিরা উচতি? সে কনামায শুরু হওয়ার আগ পর্যন্ত ঈদগাহ থেকে বাহিরে গিয়ে অবস্থান করবে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

ঈদরে সময় তাকবীর দয়ো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সাব্যস্ত সুন্নত। তাকবীর দয়ো অন্য সকল ইবাদতের মত একটি ইবাদত। এ ইবাদত পালনরে ক্ষত্রেও ঠিকি যভাবে করতে বলা হয়ছে এ মধ্য সীমাবদ্ধ থাকা অপরহির্য; পদ্ধতির মধ্য নতুন কিছু চালু করা নাজায়যে। বরং হাদিস ও আছারে যা করতে বলা হয়ছে এ মধ্য সীমাবদ্ধ থাকতে হবে।

আমাদরে ফকিহবদি আলমেগণ বর্তমান যামানার সম্মিলিতি তাকবীর নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে তারা এর সপক্ষে দলিলরে সমর্থন পাননি বিধায় এটাকে বিদিআত ফতোয়া দয়িছেনে। কারণ যে কোন ইবাদত নতুনভাবে চালু করা কিংবা কোন ইবাদতরে পদ্ধতি ও বৈশিষ্ট্যের মধ্য নতুনত্ব আনা নিন্দতি বিদিআত হিসেবে গণ্য এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে বানী: "যে ব্যক্তি আমাদরে এ বিষয়রে মধ্য (ধর্মরে মধ্য) নতুন কিছু চালু করে যা তাতে নই সটো প্রত্যাখ্যাত"।[সহি মুসলিম (১৭১৮)]

শাইখ মুহাম্মদ বনি ইব্রাহিম (রহঃ) বলেন:

"মসজদি হারামে যে তাকবীর দয়োর প্রচলন ছিল সটো হচ্ছে□ এক বা একাধিক ব্যক্তি যমযম পানরি ছাউনরি বসে তাকবীর দতিনে এবং মসজদি অবস্থতি অন্য লোকেরো তাদরে সাথে সাড়া দতি। তখন শাইখ আব্দুল আযযি বনি বায (রহঃ) এই পদ্ধতিতে তাকবীর দয়োর বরোধতি করলনে এবং বললনে: এটি বিদিআত। শাইখরে উদ্দেশ্য হচ্ছে□ এই বিশেষ পদ্ধতিটি বিদিআত। তাকবীর দয়ো বিদিআত নয়। তখন মক্কার কিছু সাধারণ লোক এতে ক্ষুব্দ হল। কনেনা তারা এভাবে তাকবীর দতিে অভ্যস্ত ছিল। এ কারণে তিনি এই ফ্যাক্সটি পাঠয়িছেলিনে যে, এ পদ্ধতিতে তাকবীর দয়োর কোন দলিল আম জানি না। কটে যদি এ পদ্ধতিতে তাকবীর দয়োক শরয়িতসম্মত দাবী করনে তাহলে তার কবৃতব্য দলিল-প্রমাণ পশে করা। যদিও এটি একটি



মামুলি মাসয়ালা। এ মাসয়ালাকে নিয়ে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে তা কাম্ব্য ছিল না।"[সমাপ্ত]

[মাজমুউ ফাতাওয়াল আললামা মুহাম্মদ বনি ইব্রাহিম (৩/১২৭, ১২৮)]

শাইখ আব্দুল আযযি বনি বায (রহঃ) বলেন:

আল্-হামদু লিল্লাহি রাব্বলি আলামীন। ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা নাবয়্যিনি মুহাম্মদ, ওয়া আলা আলহি ওয়া আসহাবহি আজমাইন; পর সমাচার:

সম্মানতি ভাই শাইখ আহমাদ বনি মুহাম্মদ জামাল (আল্লাহ্ তাকে তাঁর সন্তুষ্টমূলক কাজেরে তাওফিক দনি) একটি স্থানীয় পত্রিকায় ঈদরে নামাযের আগে সম্মিলিতভাবে তাকবীরকে বদিআত গণ্য করে মসজিদগুলোতে সটো নষিদ্ধ করার বযিয়টির প্রতিবিস্ময় প্রকাশ করে যে প্রবন্ধ লিখেছেন তা আমি পড়ছি। শাইখ আহমাদ সবে প্রবন্ধে দলিল পশে করার চেষ্টা করছেন যে, সম্মিলিতভাবে তাকবীর দয়ো বদিআত নয়; এ তাকবীর দতি বাধা দেওয়া জায়েয হবে না। কিছু কিছু লেখক শাইখ আহমাদরে মতকে সমর্থন করছেন। যারা প্রকৃত বযিয়টী জানে না, তাদের কাছে ধোঁয়াশা থেকে যাওয়ার আশংকা থেকে আমরা এ বযিয়টি পরিস্কার করতে চাই। চাঁদ রাত, ঈদুল ফতিরের নামাযের আগে, যলিহজ্জ মাসের প্রথম দশকে ও তাশরকিরে দনিগুলোতে তাকবীর দয়োর মূল বধান হলো□ এটি এ মহান সময়গুলোতে শরিয়তসম্মত এবং এ আমলরে রয়েছে মহান ফযলিত। আল্লাহ্ তাআলা ঈদুল ফতির□এর সময় তাকবীর দয়ো সম্পর্কে বলেন: “তনি চান— তোমরা সংখ্যা পূরণ কর এবং তনি যে, তোমাদেরকে দকি-নরিদশেনা দিয়েছেন সে জন্ম 'তাকবির' উচ্চারণ কর (আল্লাহর মহত্ব ঘোষণা কর)। আর যাতো তোমরা শোকর কর।”[সূরা বাকারা ২: ১৮৫] যলিহজ্জের দশদনি তাকবীর দয়ো সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন□ "যাতো তারা তাদের কল্যাণের স্থানগুলোতে উপস্থিতি হতে পারে। এবং তনি তাদেরকে চতুষ্পদ জন্তু হতে যা কিছু রযিকি হিসেবে দিয়েছেন সেগুলোর উপর নরিদশিট কিছু দনি আল্লাহর নাম উচ্চারণ করতে পারে।"[সূরা হজ্জ, আয়াত: ২৮] তনি আরও বলেন: "গুটি কয়কে দনি আল্লাহকে স্মরণ কর..."[সূরা বাকারা, আয়াত: ২০৩]

নরিদশিট কিছু দনি ও গুটি কয়কে দনি শরিয়ত অনুমোদতি যকিরিরে মধ্য রয়েছে□ সাধারণ তাকবীর ও বিশেষ তাকবীর। যমেনটি পবতির সুন্নাহ্-তে ও সালাফদের আমলে পাওয়া যায়। শরিয়ত অনুমোদতি এ যকিরিরে পদ্ধতি হল: প্রত্যকে মুসলমি নজি নজি একাকী উচ্চস্বরে তাকবীর দবিনে যাতো করে অন্যরোও শুনতে পয়ে তাকে অনুসরণ করে এবং তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দবিনে। পক্ষান্তরে, সম্মিলিত বদিআতী তাকবীর হল□ দুইজন বা ততোধিক ব্যক্তি সমস্বরে তাকবীর দেওয়া; একই সুরে সবাই একত্রে শুরু করা ও একত্রে শেষ করা।

এ আমলরে কোন ভিত্তি নই ও দলিল নই। তাকবীরের এ পদ্ধতিটি বদিআত; এর সপক্ষে আল্লাহ্ কোন দলিল নাযলি করেননি। যে ব্যক্তি এমন পদ্ধতির তাকবীরকে অস্বীকার করেন তনি ইক্বপন্থী। যহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “যে ব্যক্তি এমন কোন আমল করে যাতো আমাদের অনুমোদন নই সটো প্রত্যাখ্যাত।”[সহিহ মুসলমি]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন: "তোমরা নব-প্রবর্ততি বিষয়গুলো থেকে দূরে থাকবে। কারণ প্রত্যকে নব-প্রবর্ততি বিষয় বদিআত। প্রত্যকে বদিআতই ঞ্ ভ্রান্তি।" সম্মিলিত তাকবীর হচ্ছে ঞ্ নব-প্রবর্ততি বিষয়। সুতরাং তা বদিআত। মানুষের কোন কাজ যখন পবিত্র শরিয়ত বরোধী হয় তখন তাতে বাধা দেওয়া ও এর বরোধিতা করা ওয়াজবি। কেননা ইবাদতগুলো হচ্ছে ঞ্ তাওক্‌ফি; অর্থাৎ ইবাদতের ক্ষেত্রে কুরআন-সুন্নাহর দলিলেরে বাইরে কোন বধান আরোপ করা যাবে না। আর মানুষের উক্তি বা দৃষ্টিভিঙা যদি শরিয়ত দলিলেরে বরোধী হয় তাহলে সেটা কোন দলিল হতে পারে না। অনুরূপভাবে 'মাসালিহি মুরসালাহ' এর দ্বারা কোন ইবাদত সাব্যস্ত হয় না। বরং ইবাদত সাব্যস্ত হয় সরাসরি কুরআন-সুন্নাহ বা অকাট্য ইজমা ঞ্ এর দলিলেরে ভিত্তিতে।

শরিয়তসম্মত হচ্ছে ঞ্ শরিয়ত দলিলেরে ভিত্তিতে সাব্যস্ত শরিয়তসম্মত পদ্ধতিতে তাকবীর দেওয়া; আর তা হল ঞ্ ব্যক্তিগতভাবে তাকবীর দেওয়া।

সম্মিলিতভাবে তাকবীর দেওয়া থেকে বারণ করছেন সৌদি আরবের প্রাক্তন গ্র্যান্ড মুফতি শাইখ মুহাম্মদ বনি ইব্রাহিম (রহঃ) এবং তিনি এ বিষয়ে ফতোয়া দিয়েছেন। সম্মিলিতভাবে তাকবীর দয়াকে বারণ করে আমার পক্ষ থেকেও একাধিক ফতোয়া ইস্যু হয়েছে এবং এটাকে বারণ করে সৌদি আরবের ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ী কমিটির পক্ষ থেকেও ফতোয়া ইস্যু হয়েছে।

শাইখ হুমুদ বনি আব্দুল্লাহ আত-তুওয়াইজরি (রহঃ) সম্মিলিতভাবে তাকবীর দেওয়া থেকে নিষেধ করে একটি পুস্তক রচনা করছেন। সেটা ছাপা হয়েছে ও সুলভ। ঐ পুস্তকিতে সম্মিলিতভাবে তাকবীর গ্রহণ হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট দলিল-প্রমাণ উল্লেখ করা হয়েছে।

শাইখ আহমাদ ভাই মীনাতে সকল মানুষের উপস্থিতিতে উমর (রাঃ) কর্তৃক এ আমল করার যে দলিল দিয়েছেন সেটা দলিল নয়। কেননা মীনাতে উমর (রাঃ) এর আমল কথিবা অন্যান্য মানুষের আমল সম্মিলিত তাকবীর নয়। বরং সেটা শরিয়ত অনুমোদিত তাকবীর। কারণ উমর (রাঃ) সুন্নাহ অনুযায়ী আমল করতে গিয়ে ও মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে উচ্চস্বরে তাকবীর দতিনে তখন লোকেরোও তাকবীর দতি। প্রত্যকেই নিজেরে মত তাকবীর দতি। এতে এমন কিছু ছিল না যে, লোকেরো উমর (রাঃ) এর সাথে একত্রে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একই সুরে উচ্চস্বরে তাকবীর দতি; যমেনটি বর্তমানে সম্মিলিত তাকবীর দেওয়ার ক্ষেত্রে করা হয়। অন্যান্য সলফে সালহীন থেকেও তাকবীরেরে ক্ষেত্রে যা বর্ণনা করা হয় তারা সকলে শরিয়ত পদ্ধতিতেই তাকবীর দতিনে। যে ব্যক্তি এর বিপরীত দাবী করবে তার কর্তব্য হল দলিল উল্লেখ করা। অনুরূপভাবে ঈদরে নামাযেরে জন্য আহ্বান, তারাবীর আহ্বান, কয়ামুল লাইলরে আহ্বান, বতীরিরে আহ্বান ইত্যাদি প্রত্যকেটা বদিআত; যগুলোর পক্ষে কোন দলিল নাই। আমরা এমন কোন আলমে জানি না যিনি বলছেন যে, ভিন্ন ধরণেরে কিছু ভাষ্যে আহ্বান রয়েছে (তিনি বলতে চাচ্ছেন সুন্নাতে উদ্ধৃত)। যদি কেউ এমন কিছু দাবী করে তার কর্তব্য হল ঞ্ দলিল উল্লেখ করা। মূল অবস্থা হল ঞ্ দলিল না থাকা। অতএব, কুরআন, সহিহ সুন্নাহ ও আলমেগণেরে ইজমা ব্যতিরেকে কোন বাচনিক

ইবাদত বা কর্মগত ইবাদত চালু করা জায়গে নয়; যমেনটি ইতিপূর্ববেও বলা হয়েছে। এ কারণে যে শরিয়তের সাধারণ দলিল নতুন প্রবর্তন থেকে বারণ করে ও সাবধান করে। যমেন আল্লাহ তাআলা বলেন: "এদের কি এমন কতকগুলি অংশী (উপাস্য) আছে যারা এদের জন্য বখান দিচ্ছে এমন ধর্মের, যার অনুমতি আল্লাহ এদেরকে দেননি?" [সূরা শূরা, ৪২:২১] এছাড়াও রয়েছে এ আলোচনার শুরুতে উল্লেখিত হাদিসদ্বয়। এর আরও রয়েছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বানী: "যে ব্যক্তি আমাদের এ বিষয়ের মধ্যে (ধর্মের মধ্যে) নতুন কিছু প্রবর্তন করে যা তাতে নাই সটো প্রত্যাখ্যাত।" [সহি বুখারী ও সহি মুসলিম] এবং জুমার খোতবাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বানী: "পর সমাচার, সর্বোত্তম বানী হচ্ছে আল্লাহর কিতাব। সর্বোত্তম আদর্শ হচ্ছে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শ। সর্বনকিষ্ট বিষয় হচ্ছে নব-প্রবর্তিত বিষয়গুলো। আর প্রত্যেকেই নব-প্রবর্তিত বিষয় গোমরাহী।" [সহি মুসলিম এবং এ অর্থবোধক হাদিস ও আছার অনেকে] [সমাপ্ত]

[মাজমুউ ফাতাওয়া বনি বায (১৩/২০-২৩)]

স্থায়ী কমিটির ফতোয়াতে (৮/৩১০) এসছে যে, "প্রত্যেকে নিজের নিজের উচ্চস্বরে তাকবীর দবিরে। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সম্মিলিতভাবে তাকবীর দয়া সাব্যস্ত হয়নি। অথচ তিনি বলছেন: "যে ব্যক্তি এমন কোন আমল করে যাত আমাদরে অনুমোদন নাই সটো প্রত্যাখ্যাত।"

স্থায়ী কমিটির ফতোয়াতে (৮/৩১১) আরও এসছে যে

"একই সুরে সম্মিলিতভাবে তাকবীর দয়া শরিয়তসম্মত নয়; বরং বদিআত। যহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সাব্যস্ত হয়েছে যে, "যে ব্যক্তি এমন কোন আমল করে যাত আমাদরে অনুমোদন নাই সটো প্রত্যাখ্যাত।" সাহাবী, তাবয়ী, তাব-তাবয়ীগণ তথা সলফে সালহীনদের কডে এটি করেননি। তাঁরাই হচ্ছেন আদর্শ। আমাদরে কর্তব্য হল অনুসরণ করা; অভনিব কিছু চালু করা নয়।" [সমাপ্ত]

স্থায়ী কমিটির ফতোয়াতে (২৪/২৬৯) আরও এসছে যে, "সম্মিলিতভাবে তাকবীর দয়া বদিআত। কেননা এর পক্ষে কোন দলিল নাই। অথচ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: "যে ব্যক্তি এমন কোন আমল করে যাত আমাদরে অনুমোদন নাই সটো প্রত্যাখ্যাত।" উমর (রাঃ) যা করছেন তাতে সম্মিলিতভাবে তাকবীর দওয়ার পক্ষে কোন দলিল নাই। বরং তাতে রয়েছে যে, উমর (রাঃ) নিজের তাকবীর দতিনে এবং তাঁর তাকবীর দওয়া শুনলে লোকেরাও তাকবীর দতি। প্রত্যেকে ব্যক্তিগতভাবে তাকবীর দতি। তারা সম্মিলিতভাবে তাকবীর দতি না।" [সমাপ্ত]

স্থায়ী কমিটির ফতোয়াতে (২/২৩৬, দ্বিতীয় ভলিউম) আরও এসছে যে,

"একই সুরে সম্মিলিতভাবে তাকবীর দওয়া সটো নামায়ের শেষে হোক কিংবা নামায ছাড়া অন্য সময়ে হোক শরিয়তসম্মত



নয়। বরং সটো ধর্মেরে মধ্যে অভনিব বদিআত। শরয়িতসদিহ হচ্ছো বশো বশো আল্লাহর যকিরি করা তথা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়া, 'তাসবহি' পড়া, 'তাকবীর' বলা, কুরআন তলোওয়াত করা, বশো বশো 'ইস্তগিফার' করা; তবে সম্মলিতিভাবে নয়। সটো আল্লাহর এ বাণীর নরিদশে পালনার্থে: "হে ঈমানদারগণ! তোমরা বশো করে আল্লাহকে স্মরণ কর। আর সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর তাসবীহ পড়"। [সূরা আহযাব, ৩৩: ৪১-৪২] এবং এ বাণীর নরিদশে পালন করে: "অতএব তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করব"। [সূরা বাক্বারা, ২: ১৫২] এবং যকিরিরে প্রতি উৎসাহদানকারী এ হাদিসের উপর আমল করে: "আমি 'সুবহানাল্লাহ' বলা, 'আল্-হামদু লিল্লাহ' বলা, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলা, 'আল্লাহু আকবার' বলা যা কছির উপর সূর্য উদতি হয়েছে সসেব কছির চয়েও আমার কাছ অধিক প্রিয়"। [সহিহ মুসলমি] এবং এ হাদিসের উপর আমল করে: "যে ব্যক্তি 'সুবহানাল্লাহ' ওয়াবী হামদহি' একশ বার বলবে তার গুনাহগুলো ক্ষমা করে দেওয়া হবে; এমনকি তার গুনাহ যদি সমুদ্রেরে ফনো পরমাণ হয় তবুও"। [সহিহ মুসলমি ও সুনানে তরিমযি; ভাষ্য তরিমযিরি] এবং এ উম্মতেরে পূর্বসূরদিরে অনুকরণে। যহেতে তাঁদেরে কাছ থেকে এভাবে সম্মলিতিভাবে তাকবীর দয়োর বর্ণনা আসনে। এভাবে সম্মলিতিভাবে তাকবীর দিয়ে বদিআতপন্থী ও কুপ্রবৃত্তির অনুসারীরা। অথচ যকিরি একটা ইবাদত। ইবাদতেরে ক্ষত্রে মূলনীতি হল তাওকীফ তথা শরয়িতপ্রণতো যে নরিদশে দয়িছেনে সটোর সীমানাত থেমে যাওয়া। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে ধর্মীয় বিষয়ে অভনিব কছির প্রবর্তন করা থেকে সাবধান করছেন। তিনি বলছেন: "যে ব্যক্তি আমাদেরে এই বিষয়েরে মধ্য (ধর্মেরে মধ্য) এমন কছির চালু করে যা তাতে নহে সটো প্রত্যাখ্যাত"। [সমাপ্ত]

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।